Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, সোমবার, ১৮ মাঘ, ১৪২৭

আসছেন মানিক সরকার

২ ফেব্রুয়ারি জনপ্লাবন হবে বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি : এ সময়কালে বর্ধমান শহরে যেকটি সমাবেশ হয়েছে সব সমাবেশকেই কার্যত ছাপিয়ে জনপ্লাবিত হবে বর্ধমান ২ ফেব্রুয়ারি সিপিআই(এম)-এর আহূত সমাবেশে। সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। একথা জানালেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। আজ সিবিআই(এম) জেলা দপ্তর শাহেদুল্লাহ বিজয় ভবনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

শ্রী মল্লিক বলেন, আমরা অহ্বান জানিয়েছি 'ফেরাতে হাল ধরো লাল'। বিগত দু-মাস ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, কৃষক জাঠা, গণ-সংগ্রহ অভিযানে মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলেছে। মানুষ দু-হাত তুলে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেন্দ্রের মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ও রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের অপশাসন থেকে মানুষ মুক্তি চাইছেন। মানুষ মনে করছেন দেশের হাল ফেরাতে পারে বামপন্থীরা, বামপন্থীরাই বিকল্প দিতে পারে। তৃণমূল-বিজেপির দোষর, তাদের আর্থিক নীতির কোনো পার্থক্য নেই। তবে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মল্লিক বলেন, প্রধান শত্রু অবশ্যই বিজেপি তবে এরাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপি এই দুই শক্তিকেই পরাস্ত করে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই আমরা সমস্ত বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্য গড়ে এই দুই বিপজ্জনক শক্তিকে পরাস্ত করতে চাই। বামপন্থীরাই নতুন দিশা দেখাতে পারে। নতুন বিকল্প সামনে রাখতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক নেতা অমল হালদার বলেন, গরুকে আটকাতে কাস্তে দিয়ে ঘাস ছাঁটতে হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অচিন্ত্য মল্লিক ছাড়াও অমল হালদার, সৈয়দ হোসেন ও তাপস সরকার।

কৃষক আন্দোলন সংহতি

অভিনব ট্রাক্টর প্যারেড বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসে এক নতুন আন্দোলনের সাক্ষী রইল বর্ধমান, শুধু বর্ধমান কেন গোটা দেশ উত্তাল হয়েছে কেন্দ্রের কৃষক-বিরোধী কৃষি-বিরোধী তিন কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে। দিল্লিতে কৃষক সংগঠনগুলির আহূত ট্রাক্টর প্যারেডকে সংহতি জানিয়ে বর্ধমানের কৃষকরাও সামিল হন ট্রাক্টর প্যারেডে। এদিন নবাবহাটে জাতীয় পতাকা নেড়ে ট্রাক্টর মার্চের সূচনা করেন সারাভারত কৃষকসভার প্রবীণ নেতা মদন ঘোষ। প্রায় চার শতাধিক ট্রাক্টর সামিল হয়েছিল এই প্যারেডে। জিটি রোড হয়ে প্যারেড শেষ হয় আলিশা বাসস্ট্যান্ডে। রাস্তার দুপাশের মানুষ ফুল দিয়ে স্বাগত জানান ট্রাক্টর মিছিলকে ও অন্নদাতাদের। কালনার বিভিন্ন অঞ্চলেও ট্রাক্টর মিছিল হয়।

ফেরাতে হাল, ধরো লাল— বর্ধমানে সমাবেশের প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ ‹ ÿ û গ্রাম, শহর, কলে-কারখানায় এখন একটাই আওয়াজ ফেরাতে হাল ধরো লাল। দলবদলু খেলায় তিতিবিরক্ত মানুষ। মুখে মুখে এখন একটাই কথা ঘোরাফেরা করছে ৩৪ বছর বামফ্রন্ট ভালো ছিলো। তাই এবার ফেরাতে হাল ধরতে হবে লাল বাতার্ পৌঁছাচ্ছে ঘরে ঘরে। মিছিল, মিটিং চলছে পাড়ায় পাড়ায়, শহরে, প্রান্তরে। সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সমাবেশে আসার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। বর্ধমানের সুভাষপল্লিতে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অপূর্ব চ্যাটার্জী ও অতনু হুই।

২৯ জানুয়ারি সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এক মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, তরুণ রায়।

২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান টাউন হল ময়দানে মানিক সরকারের জনসভা, ১২ ফেব্রুয়ারি মেমারি নতুন বাস স্ট্যান্ডে সুজন চক্রবর্তী, অমল হালদারের সভা এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে বামুনপাড়া মোড়, চকদিঘী মোড়, ও নওহাটিতে এই তিনটি জায়গায় প্রচার সভা সংগঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি : মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসকে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী দিবস পালন করলো সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে এদিন বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটি কার্জনগেটের সভাতে শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, গণতান্ত্রিক মানুষ হাজির ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার গান, ছবি দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে তুলে ধরেন শিল্পীরা। সভাতে মহাত্মা গান্ধীর ভারতকে শাসকদল যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে তার তীব্র বীরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন ডীন অরূপ চট্টোপাধ্যায়। গলসী কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বেলা ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি পালিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সৈয়দ হোসেন, রতন বাগ, রামকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন আব্দুল হালিম মল্লিক। বিভিন্ন সময় কবিতা আবৃত্তি হয়।

পূর্বস্থলী ব্লকের ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক কৃষক সভার যৌথ উদ্যোগে

—এরপর চারের পাতায়

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন শেখ এনামুল হক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ জানুয়ারি : ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন এ রাজ্যের চারজন দমকল আধিকারিক। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিমতলা বাজারের শেখ এনামুল হক সেই আধিকারিকদের মধ্যে একজন। তিনি এখন কালনা দমকল কেন্দ্রে আধিকারিক হিসাবে কর্মরত। রাজ্যের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন—সত্যব্রত রায় রবীন কুন্ডু এবং মৃণাল কুমার দত্ত। শেখ এনামুল হক ২০০২ সালে দমকল বাহিনীতে যোগদান করেন। প্রথমে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার দিয়ে শুরু, পরে ভাতার, কাটোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দমকল কেন্দ্রের পর শেষে কালনা দমকল কেন্দ্রের অফিস ইনচার্জ হিসাবে কর্মরত। নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন—বাকি সময়টাও এই ভাবেই আমি কাজ করে যেতে চাই। তার সাফল্যে এলাকার মানুষ খুবই খুশি।

দিল্লিতে কৃষকদের উপর হামলার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ জানুয়ারি : ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির বুকে শান্তিপূর্ণ কৃষক আন্দোলনের উপর পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে সারাদেশ সহ প্রতিবাদে গর্জে উঠলো বর্ধমান জেলার মানুষ। হামলার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদিন বিকালে কালনার বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি নেয় সিপিআই(এম)। এদিন জনসভা হয় কালনা-২ ব্লকের পূর্ব সাতগেছিয়ায়। বক্তব্য রাখেন—মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, গৌতম হালদার, গৌতম দাস প্রমুখ সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ নেতা রণজিত রায়। এই সভায় অঞ্জু কর বলেন—কৃষকদের ন্যায় সঙ্গত দাবি নিয়ে কোন সমঝোতা হতে পারে না। সাধারণতন্ত্র হল সাধারণ জনগণের। সেই জনগণকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র হতে পারে না। তাই কৃষকদের দাবি মেনে কৃষি বিল বাতিল করতে হবে। এদিন আর একটি জনসভা হয় এই ব্লকের ঝরুবাটি বাজারে। সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, জয়দীপ ভট্টাচার্য, নবকুমার বাগ, বরুণ বিশ্বাস। সভা পরিচালনা করেন মোহাম্মদ শাহ। কালনা শহরে ট্রাক্টর মিছিল শুরু হয় চকবাজার পার্টি অফিস থেকে। বারুইপাড়া, বাজার কলকাতা, সিদ্ধেশ্বরী মোড় পরিক্রমার পর বড়পোস্ট অফিসের সামনে শেষ হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন—গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জি প্রমুখ। কালনা-১ ব্লকের মধুপুর থেকে মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমার পর সন্দলপুর গ্রামে পথসভার মধ্য দিয়ে মিছিল শেষ হয়। বক্তব্য রাখেন—সুকুল শিকদার, শ্যামল পাল, রাখহরি সেন, হালিম শেখ প্রমুখ। অকাল পৌষেও একটি জনসভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। সভা পরিচালনা করেন অশোক ব্যানার্জী। এর আগে মিছিলও হয়।

রেল হকারদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ জানুয়ারি : সমস্ত রেল হকারকে লাইসেন্স প্রদান ও তাদের উপর হয়রানি বন্ধের দাবিতে ২৯ জানুয়ারি অম্বিকা কালনা স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দিলেন রেল হকাররা। সি.আই.টি.ইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন হকাররা ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের অম্বিকা কালনা স্টেশনে জমায়েত হন। কয়েকজন প্রতিনিধি এই স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারের হাতে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। দাবিগুলি হল ১) গরিব রেল হকারদের হাত থেকে ব্যবসা কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। ২) রেল কর্তৃপক্ষকে সমস্ত রেল হকারদের লাইসেন্স দিতে হবে। ৩)

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

আইটি সেল গোদি মিডিয়া ও কৃষক আন্দোলন

২৬ নভেম্বর থেকে দিল্লি সীমান্তে তিন কৃষিকবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার চলছে কৃষকদের প্রতিবাদ আন্দোলন। উত্তরভারতের প্রবল ঠাণ্ডায় ঘর বাড়ি ছেড়ে পথে আশ্রয় নিয়েছেন দেশের অন্নদাতারা। শুরু থেকে তাঁরা সংযত কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়সংকল্প। আন্দোলনকে জোরদার করতে মহিলারাও পথে নেমেছেন। প্রথম দিকে আন্দোলনকে বেশি পাত্তা না দিলেও ধারে ও ভারে এই আন্দোলনের চাপে ঘুম ছুটেছে শাসকের। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে আলোচনার নামে দর কষাকষির খেলা খেলে যাচ্ছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয়, শান্তিপূর্ণ জনবিক্ষোভকে কালিমালিপ্ত করতে সক্রিয় হয়েছে গোদি মিডিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি নির্মাণে তৎপর আইটি সেল।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গত দাবিকে অসঙ্গত প্রমাণ করার জন্য দলদাস মিডিয়া প্রচার করল যে এটা বিচ্ছিন্নতাকামী খালিস্তানী আন্দোলন। অমনি আইটিসেল পুরানো ফাইল খুঁজে পেতে খালিস্তানের দাবি জানানো ব্যানার তুলে এনে আন্দোলনরত কৃষকদের হাতে সে ছবি চিটিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিল সোস্যাল মিডিয়ায়, যাতে আমজনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্ত হয়। এদিকে চাপে থাকা সরকার তাদের সঙ্গে বারংবার আলোচনা বসায় এ প্রচার বিশেষ কল্কে পেল না। তখন প্রচার শুরু হল এ আন্দোলন শুধু পাঞ্জাব ও হরিয়ানার ধনী কৃষকদের আন্দোলন, কারণ আইনে নির্দিষ্ট 'কৃষি সংস্কারে' তাদেরই মৌরসী পাট্টা লাটে উঠবে। অমনি আইটি সেল আজগুবি তথ্যের বন্যা বইয়ে দিল। তারা প্রমাণ করতে চাইল, সাধারণ কৃষক নয়, মান্ডি ব্যবস্থায় 'মধু লোটা' ধনী কৃষকরাই আন্দোলনের মুখ। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীতে। সাধারণ কৃষক খেত ছেড়ে দিল্লি সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকায় এবার আইটি সেল কৌশল বদলাতে শুরু করল। কৃষক আন্দোলন কত হিংসাশ্রয়ী উঠেছে তা প্রমাণ করতে ছবি মর্ফ করে আম্বানির জিও টাওয়ারে অগ্নিসংযোগের ছবি ছাড়া হল বাজারে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে কম্পিউটারের কারসাজিতে অভ্যস্ত শাসকদলের আইটি সেল হয়তো আন্দাজ করতে পারেনি নির্মিত সত্য কখনো সত্য হিসেবে চিরপ্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। ২৬ নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত কৃষকদের প্রতিবাদ অহিংসই থেকেছে। তারা ৩৭০ ধারার বিলোপে ক্ষুব্ধ, তারা দেশের শত্রু—এই জাতীয়তাবাদী কুৎসা সাধারণ মানুষের বিপুল অংশগ্রহণে ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। তক্কে থাকা আইটি সেল এবার কৃষকদের ২৬ জানুয়ারির ট্রাক্টর র‍্যালি নিয়ে অপপ্রচারে নেমে পড়েছে। শাসক ঘনিষ্ঠ দীপ সিধুর নেতৃত্বে কিছু অবিবেচকী অত্যুৎসাহীর লালকেল্লায় ধর্মীয় পতাকা টাঙানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিডিয়া এবং আইটি সেল আবার আসরে নামল। এই অনভিপ্রেত ঘটনাকে নিয়ে সারাদিন লেগে রইল মিডিয়া। আর আইটি সেল নির্লজ্জভাবে লালকেল্লায় উড্ডীন জাতীয় পতাকা হাপিস করে দিয়ে সেখানে অন্য পতাকার ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কৃষক আন্দোলন কতটা বিপথগামী। কৃষক নেতৃত্ব কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনার নিন্দা করে প্রতিশ্রুতিমতো ট্রাকটর সীমান্তে ফিরিয়ে নিয়ে আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট হতে দিলেন না। অহিংস আন্দোলনকে হিংসাশ্রয়ী প্রমাণের শয়তানী বুদ্ধি থেকে আইটি সেল সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন জ্বলন্ত গাড়ির ছবি কোলাজ করে বাইরে রটিয়ে দিল, কৃষক আন্দোলন ভীষণ হিংসাশ্রয়ী। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে আর ভাষাগত ভাবাবেগ উসকে দিতে হিন্দি ইংরাজি পাঞ্জাবিতে লেখা পথনির্দেশক বোর্ডে ইংরেজি এবং হিন্দি লিপিতে কালি দেওয়া পুরানো ছবি সামনে নিয়ে এসে আইটি সেল প্রমাণ করতে চাইল কৃষকরা কতটা বিকারগ্রস্ত প্রাদেশিক ভাবনা নিয়ে চলে।

একথা সত্য আজকের নির্মিত বাস্তবের যুগে এই ধরনের অপপ্রচার কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বিশেষ করে এটি যে নির্মিতরূপ, বাস্তব নয়, যতক্ষণ ধরা না যায়। আন্দোলনের নেতৃত্বকে তাই সজাগ থাকতে হবে। আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার জন্য নির্মিত প্রত্যেকটি ভাইরাল হওয়া ভিডিও পরীক্ষা করে প্রকৃত সত্য জনসমক্ষে আনতে হবে। আর একাজে মুক্তমনা প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য নিতে হবে। সরকার চাপে আছে। ভয় দেখিয়ে, প্রশাসনকে ব্যবহার করে আন্দোলন ভাঙতে চাওয়া প্রশাসন জনসমর্থনের প্রবল চাপে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। মানুষ সজাগ ও সতর্ক থাকলে, মিথ্যার, বানানো সত্যের, মুখোস খুলে দেবার কাজটি ধারাবাহিকভাবে করে গেলে, এ আন্দোলনে জয় সুনিশ্চিত। পুঁজিপতিদের তল্পিবাহক কেন্দ্রীয় সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবার এই সুযোগ অপপ্রচারের ঢেউয়ে যেন কোনোমতেই মাঝদরিয়ায় ডুবে না যায়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা অনেকেরই বকেয়া হয়ে পড়েছে। যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -*কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

প্রাক্ বাজেট অর্থনৈতিক ভাবনা

ভাস্কর গোস্বামী

ইতিপূর্বে অর্থনীতির এতো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি কোন অর্থমন্ত্রীকে। একদিকে ঐতিহাসিক ভাবে বেড়ে চলা বেকারত্বের সমস্যা অন্যদিকে দিনের পর দিন বেড়ে যাওয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। স্বাধীনতার পর এই প্রথম জিডিপি-র হার এতো নিচে। শুধু তাই নয়, প্রায় সমস্ত উন্নয়নের সূচক নিম্নমুখী। অর্থনীতির ভাষায় স্ট্যাগফ্লেশনে আক্রান্ত দেশের অর্থনীতি। অর্থাৎ থমকে যাওয়া অর্থনীতিতে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি। এইরূপ অবস্থা বেশিদিন চললে অর্থনৈতিক মন্দা নিশ্চিত ভাবে ভয়াবহ হতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, জেনে বুঝে হোক কিংবা অজান্তে, অর্থনীতির এই সমস্যাগুলি আসলে সরকারের ভুল নীতির মাশুল। শুরুটা হয়েছিল তিন বছর আগে নোট বাতিলের সেই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত থেকে। ডিমানিটাইজেশন বা নোটবন্দী দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। তারপর তড়িঘড়ি জিএসটি রূপায়ণ ও ব্যাঙ্কিং শিল্পে বিপুল পরিমাণ জালিয়াতির ঘটনা অসংগঠিত ক্ষেত্রটি শেষ করে দেয়। ভুললে চলবে না যে ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ আসে এই অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। সমস্যার গভীরতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে নাগরিকত্ব আইনজনিত এক অস্থির সামাজিক পরিস্থিতি। ইদানীংকালের নতুন কৃষি আইন প্রণয়নের চেষ্টা সমস্যাগুলো অনেক অংশে বাড়িয়ে তুলেছে।

অর্থনীতির এই সমস্যা সমাধানের কোন যাদু মন্ত্র নেই। আবার সরকারের নীতিহীনতা নিঃসন্দেহে এই সমস্যা দীর্ঘায়িত করবে। তাই দরকার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা যা এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট দিতে সক্ষম হলে ভবিষ্যতে অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তার জন্য অর্থনীতির সমস্যার মূলে ঢুকতে হবে। বিচার করতে হবে সেই সমস্যার পরিধি ও ব্যাপ্তি। পর্যায়ক্রমে সেই সমস্যাগুলি নির্মূল করার দিশা দেখাতে হবে। তাই এইবারের কেন্দ্রীয় বাজেট এক চ্যালেঞ্জের বাজেট। এবার দেখে নেওয়া যাক সেই চ্যালেঞ্জগুলো কী এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের রূপরেখা কি হতে পারে।

প্রথমেই আসে বিপুল বেকারত্বের সমস্যা ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। এই দুইয়ের যাঁতাকলে বাজারে চাহিদার অভাব। ফলস্বরূপ জাতীয় আয় বৃদ্ধি তলানিতে চলে যাওয়া। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াবার একমাত্র উপায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো। নতুন কর্মসংস্থানের জন্য দরকার সরকারের পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎসাহ প্রদান। পরিকাঠামো ও আবাসিক শিল্পে কর ছাড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে সরকারি ভর্তুকি এই ক্ষেত্রগুলোকে অনেকাংশে পুনর্জীবিত করতে পারে। কোষাগারের টাকা পরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগালে আখেরে অর্থনীতির লাভ হয়। অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় কাজে, যেমন স্ট্যাচু মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি, সরকারি ব্যয়ে রাজনৈতিক মোক্ষলাভ হলেও কোন সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক লাভ হয় না।

এরপরে দৃষ্টি দিতে হবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর। গরিব, প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত জনগণের ভোগ ব্যয়ের প্রবণতা সবসময়ই ধনী ব্যক্তিদের থেকে বেশি হয়। অর্থাৎ, এক টাকা আয় বৃদ্ধির ফলে গরিব ও প্রান্তিক মানুষেরা ওই বৃদ্ধির সিকিভাগই ভোগের জন্য খরচ করে। কিন্তু সেই সমপরিমাণ আয় বৃদ্ধির জন্য ধনী ব্যক্তিদের ভোগ ব্যয়ের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। এই সহজ-সরল তথ্যটি আমরা পাই অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে। একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদার একটি বিপুল অংশের উৎস হচ্ছে গ্রামীণ মানুষের ভোগ ব্যয়। তাই চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দরকার গরিবের হাতে বেশি করে অর্থের যোগান। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে গরিব গ্রামীণ মানুষেরা এখনো অধিকাংশই কৃষিনির্ভর। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। আশা রাখা যায় যে এবারের বাজেটে কৃষি ক্ষেত্রের বরাদ্দ অন্যান্য বারের তুলনায় বেশি হবে। দরকার হয়ে পড়েছে গ্রামীণ সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি। একশো দিনের কাজ সহ অন্যান্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি অর্থনীতিকে অনেকটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে।

এরপরে বাজারের চাহিদার আরেকটি মূল অংশের উৎপত্তি হয় চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত জনগণের হাত ধরে।

প্রায় বহু বছর ধরে আয়করের বিন্যাস অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এখন সময় এসেছে আয়কর নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার। আয় যুক্ত করের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো প্রয়োজন। আয়কর হারেরও পূর্ণবিন্যাস দরকার হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আয়করের ৮০সি ধারার অধীনে থাকা সঞ্চয়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো। সরকারের তরফে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা খুবই দরকার। এর ফলে একদিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে ও অন্যদিকে মানুষের সঞ্চয়ও বাড়বে। ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে চাহিদা বাড়বে আর অধিকতর দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় সরকারি বিনিয়োগের সহায়তা করবে।

স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে কেন্দ্রীয় বাজেটের এই সকল পদক্ষেপের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এমনিতে ইদানীংকালে রাজকোষের ঘাটতি ঐতিহাসিকভাবে খুবই বিপদসীমার মধ্যে রয়েছে। তাই সন্দেহ জাগে যে সরকারি ব্যয়ের লাগাম টানার জন্য আদৌ কি বাজেটে উপরোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রশ্ন থেকে যায় যে এই বিপুল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দের টাকা আসবে কোথা থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই আরবিআই থেকে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়ে গেছে। অনুমান করা যায় এই ঋণের অধিকাংশই খরচ হয়ে গেছে কর্পোরেট করের ছাড়ের ফলে রাজকোষের ঘাটতি মেটানোর জন্য। এবার না হয় সরকার আর বি আই থেকে ঋণ নিয়ে গরিব ও মধ্যবিত্তদের হাতে অর্থের যোগান বাড়ানোর ওপর নজর দিক।

সম্প্রতিকালে পাওয়া অক্সাম সংস্থার সমীক্ষায় জানা যায় যে ভারতে ধনী ব্যক্তিদের হাতে জাতীয় আয় ও সম্পদের প্রায় ৮০ শতাংশ কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে গরিব ও মধ্যবিত্তদের হাতে পড়ে আছে জাতীয় আয় ও সম্পদের বাকি অংশ। আয় ও সম্পদের এই বিপুল অসম বন্টন অর্থনীতির স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই সুখবর নয়। আয় ও সম্পদের এই অসম বন্টন কিছুটা হলেও কমানোর সুযোগ রয়েছে এইবারের বাজেটে। এটা করা যেতে পারে একটি নির্দিষ্ট পরিমানের সম্পদের ওপর কর চাপিয়ে। তবে এর জন্য দরকার সরকারের কলজের জোর কারণ এই বিত্তশীলরাই দলীয় নির্বাচনী তহবিল ভরিয়ে তোলে।

সংবাদপত্রের সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রচারের জন্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিদেশ যাত্রার জন্য। আবারো নতুন নাগরিকত্বের আইন প্রণয়নের জন্য আরো কোটি কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে। অনুমান করা যায় যে দেশবাসীর জন্য আবার নতুন করে নাগরিক পরিচয়পত্র তৈরীর খরচ রাজকোষকে প্রায় শূন্য করে দেবে। তাই প্রশ্ন জাগে পরিচয়পত্র আগে না দুই হাতের কাজ ও পেটের ভাত আগে।

অশোক পাঠক-এর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জানুয়ারি : কবি ও জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী অশোক পাঠক-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল এ.বি.টি.এ হলে। আয়োজন করেছিল পসিচমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান শহর কমিটি। কথা, গান ও কবিতায় এই সৃজনশীল মানুটিকে স্মরণ করলেন এই শহরের কবি-লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। সভাপতিত্ব করেন কবি কুশল দে, সঞ্চালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদিকা মিনতী গোস্বামী, অরুণ মজুমদার, সুকৃতি ঘোষাল, বিকাশ বিশ্বাস, লক্ষণদাস ঠাকুরা, শ্যামপ্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত অশোক পাঠক সম্পাদিত 'অঙ্কুর' পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানান বক্তারা। তিনি বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ কবে স্থাপিত হয়েছিল?
২. ভারতের ফেডারেল কোর্ট কবে থেকে সুপ্রিম কোর্ট হিসেবে গ্রাহ্য হয়?
৩. কৃষকনেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীর কবে জন্মান? কবে শহিদ হন?
৪. কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে কেন এবং কবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি?
৫. প্রথম ভারতীয় স্থল সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান কে ছিলেন? কবে তিনি জন্মান? কবে কেন প্রধান হন?
৬. স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে হন? কবে?
৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারী ১২ জনের মধ্যে ৫ জনের কবে ফাঁসি হয়েছিল?
৮. ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে কবে কে নোবেল পদকটি তুলে দেন?
৯. সুভাষচন্দ্র বসু কবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন? কাকে কত ভোটে পরাজিত করেন তিনি?
১০. হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবে হয়েছিল?
১১. জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে কে কবে গুলি করে হত্যা করেছিল? এই কালো দিনকে স্মরণে রাখতে কোন জাতীয় দিবস এবং কোন বিশ্ব দিবস পালন করা হয়?
১২. 'ময়ূর'-কে ভারতের জাতীয় পাখি কবে ঘোষণা করা হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও বাণিজ্য কথা

অশ্বিনীকুমার

হর্ষ বর্ধন, ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী, ভূমিবিজ্ঞানের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, নিজে একজন চিকিৎসক, নাক, কান ও গলার বিশেষজ্ঞ। একসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলানো সহজ কথা নয়। বিশেষত ভারতের মতো এত বড় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের স্বাস্থ্য-সমস্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও আরও একটি দপ্তরের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিলে তাকে অবশ্যই বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। এই দেশের শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবার অপ্রতুলতা ও বেসরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবার জটিল বিন্যাস বুঝতে গেলে শুধুমাত্র চিকিৎসক হলেই হবে না; তাকে আপামর সাধারণ প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য-সমস্যা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যার বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক অবস্থার সম্যক ধারণা, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত স্থানীয় আচার, খাদ্যাভ্যাস ও অন্য বহু কম আলোচিত বিষয়কে জানতে হবে। স্বাস্থ্য-পরিষেবায় সবচেয়ে বেশি মানুষ চিকিৎসা নিয়ে থাকেন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-পরিষেবার মাধ্যমে। এছাড়া আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ, উনানী, সিদ্ধাই ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবা বহু মানুষের কাছে আদৃত। এছাড়া উনানী চিকিৎসা পদ্ধতি অল্প মানুষের গোচরে আছে। দক্ষিণভারতের কিছু জায়গায় সিদ্ধাই নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠীর কাছে ভরসার জায়গা।

স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বিবিধ ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন আজও অধরা। প্রসঙ্গক্রমে স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের কথা এসে পড়ে। ২০১৯-২০ সালে বাজেটের পরিমাণ ৬৪,৫৫৯ কোটি টাকা, এই টাকা জিডিপির শতকরা ১.৬ ভাগ। দেশের জনপ্রতি স্বাস্থ্যখাতে সরকারের খরচ দেড় হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশি। আমাদের দেশের সরকার শিক্ষাখাতে খরচ করে জিডিপির ৩.২ শতাংশ মাত্র। প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় জিডিপির প্রায় ১৫.৫ শতাংশ।

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ককে বন্ধুত্বের স্তরে উন্নীত করতে পারলে পাশের সব দেশের প্রতিরক্ষা খরচ ও আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় কমতে পারে। কূটনৈতিক স্তরে এই কাজ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধির রাস্তা খুলে দিতে পারে। বাড়তে পারে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে সরকারি খরচ; যা আসলে দেশের মানুষের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যথাযথ বিনিয়োগ।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিপুল জনসংখ্যার দেশে যে কোনো সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা খুবই কঠিন। স্বাস্থ্য সমস্যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের, যেমন, ম্যালেরিয়ার সমস্যা আমাদের রাজ্যে ও সমতলের বহু জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাস্থ্য-সমস্যা, যা বহু দশক ধরে দেশের যে-কোন সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। যক্ষার সমস্যা একইভাবে দেশের সর্বত্র সরকারকে বিব্রত অবস্থায় ফেলেছে। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, ইত্যাদি প্রকট দেশের সর্বত্র। আবার ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি সমস্যা মূলত শহরবাসী মানুষকে সুস্থজীবন থেকে দীর্ঘ রোগভোগের সামনে দাঁড় করিয়েছে। বায়ুদূষণ ও তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা দিল্লির মতো নগরে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্বাস-জনিত সমস্যার মূল কারণ। দেশের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল, বিশেষত হিমালয়কে আশ্রয় করে বেঁচে আছে যে বিপুল জনগোষ্ঠী, তাদের স্বাস্থ্য-সমস্যার ধরণ-ধারণ সমতলের থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা অতিক্রম করলে ম্যালেরিয়ার দেখা মিলবে না সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে। আবার পাহাড়ি অঞ্চলে যাতায়াতের অসুবিধার কারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ন্যূনতম যে পরিষেবা পাওড়া যায়, তার কাছে পৌঁছতে পারে না বেশিরভাগ মানুষ। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ এখনও অধরা পাহাড়ি জনপদের এক বড় অংশের কাছে।

সরকারি উদ্যোগের বদলে বহু ক্ষেত্রের মতো স্বাস্থ্য পরিষেবাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ দিচ্ছে সরকার। বেসরকারি উদ্যোগে উৎসাহদানের বিষয়টি সরকারের দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নীতিগত অবস্থান। সাধারণ মানুষের, বিশেষত ব্যাপক দরিদ্র মানুষের জন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবার কতটা সরকারি পরিষেবার দায়িত্বে থাকবে তা নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বেসরকারি উদ্যোগ কখনও সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে না। যেমন, কুষ্ঠ নিবারণ, জলবাহিত রোগের চিকিৎসা, নানা সংক্রামক রোগের চিকিৎসা, যা অত্যন্ত জরুরি পরিষেবা, তা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে না। বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা মূলত ব্যয়বহুল চিকিৎসা পরিষেবার দিকে ঝোঁকে। স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবসার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অবহেলিত হয় বহু গুরুত্বপূর্ণ তথাকথিত 'সাধারণ রোগের' চিকিৎসা। যেমন, পাতলা পায়খানার মতো রোগ যে এখনও বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ তা সরকারি হাসপাতালে না গেলে বোঝা যাবে না। টিকাকরণ কর্মসূচির দায়িত্ব নিতে হয় সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবাকে। বেসরকারি হাসপাতালের জন্য এই ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনা সরকার। বেসরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা যে ব্যয়বহুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লাভ-লোকসানের হিসাব এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে তা সবাই জানে। সরকারি নীতি-নির্ধারকেরা বেসরকারি পরিষেবার লাভের দিকটা যাতে অক্ষত থাকে তা সুনিশ্চিত করেন। স্বাস্থ্যবিমা এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে এক ব্যয়সঙ্কোচের তত্ত্ব খাড়া করে। আমেরিকায় যেমন, স্বাস্থ্যবিমা সকল নাগরিকের কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক। যে কোনো চিকিৎসা ওই দেশে এতই ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যবিমা না থাকলে তা সাধারণ মানুষের কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবিমায় বহু মানুষ টাকা বিনিয়োগ করছে। কিন্তু বিমা কোম্পানিরা এদেশে মানুষের পাশে দাঁড়ান খুব কম। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ দেখিয়ে বিমাকোম্পানির কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের ঘটনাও দেখা যায়। এইসব জটিলতার মাঝে সরকারি নীতি-নির্ধারকেরা খুব হালকা চালে সমাধান সূত্র বাতলে দেন; কোর্ট হচ্ছে যে-কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জায়গা, সাধারণ মানুষ কোর্টকে ভয় পায়। তাই স্বাস্থ্যবিমা বহু ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয় অনায়াসে। লাভ-লোকসানের আবর্তে নাভিঃশ্বাস ওঠে সাধারণ মানুষের।

সাধারণ মানুষের জন্য যতগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে উন্নত পরিষেবার কাঠামো নিয়ে, সে সব হাসপাতালের বহু জায়গা ঘুরপথে চলে যায় মন্ত্রী, আমলা ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী মানুষদের দখলে। ফলে সমাজের উপরতলার মানুষেরা বুঝতে অক্ষম আপামর জনসাধারণের দুঃখ। ঘন্টার পর ঘন্টা হাসপাতালে লাইনে দাঁড়িয়ে পরিষেবা নেওয়া অসুস্থ মানুষের পক্ষে কঠিন কাজ। হাসপাতালের উপচেপড়া ভিড়ে দিশেহারা হন ডাক্তার-নার্স থেকে সর্বস্তরের কর্মীরা। আর এর বাইরে বেসরকারি হাসপাতালের খরচ আতঙ্কের কারণ সাধারণ মানুষের কাছে।

অতএব জটিলতার মধ্যে চলছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা। একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শুধু স্বাস্থ্যের বিষয়টা দেখেন এমন নয়। একসঙ্গে বহু দপ্তর দেখেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিতে কে কত প্রভাবশালী, তার ওপর নির্ভর করে তার দপ্তরপ্রাপ্তি। যে দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর ওপর বর্তাচ্ছে, তিনি আদৌ সে কাজ করতে পারবেন কিনা তা বিচার করার সময় নেই ব্যস্ত ভিভিআইপিদের। এতবড় দেশের স্বাস্থ্য-পরিষেবার গুরুদায়িত্ব শুধু একজন মন্ত্রীর ওপর দিলে সে ক্ষেত্র অবহেলিত হবে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী একাধিক দপ্তরের গুরুতদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ফলে চিকিৎসক হলেও স্বাস্থ্য-পরিষেবা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় ওনার সীমিত।

আর দেশের বিভিন্ন পরিষেবার নীতি-নির্ধারকেরা যদি কর্পোরেট দুনিয়ার কাছের মানুষ হন, তাঁরা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন কাজ করবেন না। স্বাস্থ্য-পরিষেবা এদেশে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ওষুধ কোম্পানি থেকে বিমা-কোম্পানি, সকলেই এই বিরাট ক্ষেত্রে বিচরণে উৎসাহী। বাজার-অর্থনীতির দৌলতে সমাজে সবকিছুই কেনাবেচার আদলে নতুন চেহারা নিচ্ছে। বাজার ভগবান এখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। মন্ত্রী-সান্ত্রী সকলেই আজ বাজার ভগবানের পূজারী ছাড়া আর কিছু নয়। এই নির্মম সত্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। সমস্যা সমাধানের রাস্তা বেরোবে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে, এই আশাই করি।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীনীতি ২০২০

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হবে। ১৯২৮ সালের এই দিনটিতেই বিজ্ঞানী সি. ভি. রামন তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কারের কাজটি করেন। পরাধীন দেশে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এক বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান - ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। এই কেন্দ্রসহ আরো অনেক গবেষণাকেন্দ্র পরে এক একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্পনীতি নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই ভাবনার শরিক ছিলেন বরেণ্য নেতা জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। পরে ১৯৫৮ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম বিজ্ঞান নীতি রচনা করেন বিজ্ঞানী হোমি ভাবা। দেশের কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে এই ঘোষণাপত্রে দেশ ও জাতির উন্নয়নে শিক্ষামূলক গবেষণাসহ মৌলিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশের চাহিদা পূরণে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, দেশজ সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের কথা বলা হয়। কমবেশি আটশো শব্দের এমন একটি নীতির বাস্তবায়নের ফলেই তৈরি হয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (১৯৫৮), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (১৯৭১), মহাকাশ বিভাগ (১৯৭২), পরিবেশ অধিদপ্তর (১৯৮০) ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠান। বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে আমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হই। ইতিমধ্যে ভারত পরমানু শক্তিধর দেশ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নানান বিধিনিষেধের কারণেই বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি প্রকৌশল আমদানী করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়। এই প্রেক্ষিতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি ১৯৮৩। এই নীতির মূল আবেদন ছিল এক স্বনির্ভর প্রযুক্তি কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, সমাজের সকল স্তরে সন্তোষজনক কর্মসংস্থান, শক্তির চাহিদা মেটানো, বিশেষ করে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহের দিকনির্দেশ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বর্জ্যপদার্থের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার বিধি। প্রায় চার হাজার শব্দের এই নীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল এক স্বনির্ভর ভারতের অঙ্গীকার। ২০১০ সালে ভারত সরকার পরবর্তী দশ বছর 'উদ্ভাবনী দশক' হিসেবে ঘোষণা করে। ভারত সরকার একটি নীতি নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সমন্বয়ের প্রস্তাব করে এবং ন্যাশনাল ইনোভেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য সরকার বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী (এসটিআই) নীতি ২০১৩ ঘোষণা করে। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার, তরুণ প্রজন্মের মৌলিক বিজ্ঞানের প্রতি প্রণোদনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যুক্ত করে উৎকর্ষ ও প্রাসঙ্গিকতায় বিশ্বের প্রথম পাঁচটি দেশের সমকক্ষ হবার প্রেরণা এই নীতির মূল উপাদান। এছাড়াও বেসরকারী বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগীতার শর্তে উন্নত দেশগুলির সাথে যৌথ গবেষণায় অংশগ্রহণ এই নীতির উল্লেখযোগ্য দিক। ভারতের বিজ্ঞান নীতির এই বিবর্তনে জি ডি পি-এর ২% বরাদ্দের অঙ্গীকার থাকলেও তা কখনোই ০.৬ -০.৭ -এর বেশি বাড়েনি। মনে রাখতে হবে, এই বরাদ্দের সিংহভাগ, প্রায় ৬০% পরমাণু শক্তি, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা গবেষণায় ব্যয়িত হয়। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা তাই দুয়োরানির মর্যাদায়। স্বাভাবিক কারণেই বেসরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় বেসরকারী বিনিয়োগ ২০-২৫% হলেও যক্ষা গবেষণায় যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়, টাকে চুল গজানোর জন্যে বিনিয়োগ তার চেয়ে বেশি। বর্তমান সময়ে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে বিশ্বমানের টিকা গবেষণাকেন্দ্র থাকলেও কোভিড ১৯ প্রতিষেধকের জন্য আমরা বহুজাতিক সংস্থার উপর নির্ভরশীল। আসলে জনস্বার্থ, দেশের স্বার্থ আর ব্যবসায়িক স্বার্থ গুলিয়ে দিতে পারলেই এখন বাজিমাত। এই প্রেক্ষাপটেই এসেছে নয়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী নীতি ২০২০।

প্রশ্ন হল কি আছে এই নয়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী নীতিতে। সত্যি কথা হল, নয়া নীতির প্রস্তাবনায় অনেক ভাল ভাল কথা আছে যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন নয়া নীতি হবে বিশেষজ্ঞ চালিত, আবার বিকেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত। কি বুঝলেন? একইসঙ্গে এই গুণাবলী আরোপ করা কিভাবে সম্ভব? এই নীতি এক গতিময় শক্তিশালী নীতি যার মধ্যে ধারাবাহিক পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, অভিযোজন অথবা নীতি থেকে সময়োপযোগী বেরিয়ে আসার নির্দেশনামা রয়েছে। বাষট্টি পাতার নীতিমালায় Science– Technology & Innovation Policy Ecosystem সংক্ষেপে (STIP Ecosystem) শব্দবন্ধটি এসেছে ৯৫ বার। আসলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নীতি প্রস্তুত করতে গিয়ে রচনাকার 'ইকোসিস্টেম' শব্দে এক প্রগাঢ় তন্ময়তা অনুভব করেছেন। STIP Ecosystem আসলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির তত্ব ও প্রয়োগ ছাড়াও বৃহত্তর বাজারনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক নতুন শব্দবন্ধ। এমন ভাবগম্ভীর শব্দমালা আরো আছে। যেমন, আত্মনির্ভর। 'আত্মনির্ভর' শব্দটি আমরা ইদানিং প্রায়ই শুনি। 'আত্মনির্ভর'- এর ইংরাজী যদি Self-reliant হয়, তবে আমাদের বিজ্ঞানও প্রযুক্তিনীতি ১৯৮৩-তেই একথা বলা হয়েছে। Self-reliance-এর বাংলা স্বনির্ভরতা। আসলে হিন্দিতে 'আত্মনির্ভর' কতটা গাম্ভীর্য বহন করে জানিনা, কিন্তু বাংলায় এটি আত্মগন্ধী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বভাবত নেতিবাচক-সংকীর্ণ অর্থ বহন করে। স্বনির্ভর, স্বনির্ভরতা অনেক বেশি ব্যাপকতা, প্রসারতার দাবিদার। বরং এই বিতর্ক এড়াতেই আমাদের পূর্বসুরীরা Self-reliance ব্যবহারে পক্ষপাতী ছিলেন। যাইহোক, এমন ভাষার কারিকুরি, বাগাড়ম্বর নয়া বিজ্ঞাননীতির অন্যতম অলঙ্কার। এই প্রসঙ্গেই আসে পরম্পরাগত জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার বিষয়। অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্বের দাবী রাখে ও প্রকৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তবে সেসব যে সর্বরোগহর গোমূত্র ও গোবরে আটকে থাকবে কি না বলা মুশকিল।

নয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির জরুরী কথা হল দেশের সমগ্র গবেষণার একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকবে। এই তথ্য ভান্ডারে সারা দেশের সমস্ত গবেষণার তথ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তার আনুপূর্বিক ফল সঞ্চিত থাকবে। যেকোন ভারতীয় গবেষক এই তথ্যভান্ডারের স্বাভাবিক উপভোক্তা। এরই গাল ভরা নাম FAIR (findable– accessible– inter-operable and reusable)। একজন বিজ্ঞানী কোন শর্তে, কেনই বা তাঁর গবেষণার সামগ্রিক পদ্ধতি, প্রকরণসহ ফলাফল এমন একটি 'পাবলিক ডোমেন'-এ গচ্ছিত রাখবেন? বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা গ্রন্থাগার পৃথকভাবে কোনো জার্নাল কিনবেনা, 'এক জাতি, এক সাবস্ক্রিপশন' নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করার ফলে সমগ্র ভারতবাসী বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারবে। স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক জার্নাল সাবস্ক্রিপশনের আর কোন দরকার থাকবেনা। কি ভাবছেন, 'এক দেশ, এক ভাষা' বা 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর সঙ্গে কেমন একটা মিল খুঁজে পাচ্ছেন না? ভারতে প্রকাশিত জার্নালগুলির ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা চালু করা গেলেও বাজারের নিয়ম মেনে বিদেশি প্রকাশনা এই নিয়মকে প্রশ্রয় দেবে কেন? কখনো বিকেন্দ্রীকরণ আবার কখনো কেন্দ্রীয় পরিচালন, এই স্ববিরোধিতায় নীতিমালা সামগ্রিকভাবে ক্লান্ত। নীতিতে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার, পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতিটি বিভাগের ন্যূনতম নির্ধারিত বাজেট সহ একটি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উদ্ভাবনা ইউনিট স্থাপন করা হবে। কেন, কিভাবে তার কোন ইঙ্গিত এখানে নেই। অনেক ভাল ভাল প্রস্তাবের আরো একটি হল Scientific Social Responsibility Policy বা বৈজ্ঞানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি। এই নীতির মূল কথা হল গবেষক বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বক্তৃতাদান ইত্যাদি কাজে বাধ্যতামূলক ভাবে যুক্ত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সমগ্র কাজ পরবর্তীকালে গবেষণা প্রতিবেদনে যুক্ত করতে হবে। এমন মহতী ভাবনাকে সাধুবাদ দেওয়া সঙ্গত, কিন্তু কোন পরিকাঠামোয় এ কাজ সম্ভব, তার কোনো দিশা এই আলোচনায় নেই। অবশ্য এমন বহু প্রস্তাবের বিষয়ে একই কথা বলা যায়। দেশে মৌলিক গবেষণার অভাব মেটাতে ২০০৬-২০০৭ সালে সাতটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড

—এরপর চারের পাতায়

পালস্ পোলিওতে বিজ্ঞানমঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৩১ জানুয়ারি : গলসী বিজ্ঞান চক্রের উদ্যোগে পালস্ পোলিও টিকাকরণ হল। এদিন গলসী স্টেশন গলসী পূর্ব ও পশ্চিম বাসস্ট্যান্ডে তিনটি শিবির হয়। দু-দিন এই শিবির চলবে। শিবির মূলত পরিচালনা করছেন মহিলা বিজ্ঞান কর্মীরা। তাঁদের সহযোগিতা করছেন বিজ্ঞান মঞ্চের অন্যতম সংগঠক তরুণ গাঙ্গুলী ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী।

এ.বি.পি.টি.এ-র বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ জানুয়ারি : সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারা একে দুর্বল করতে ২০২০ শিক্ষাবিল এনেছে। আজ এ.বি.পি.টি.এ কালনা জোনাল কমিটির ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে উঠে আসে এই বক্তব্যটি। সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা গৌরাঙ্গ গোস্বামী, বক্তব্য রাখেন সুজয় সাহা, নীরব খাঁ, রাজকুমার মাজিল্যা, বীরেন বসুমল্লিক। ৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন রাধেশ্যাম দাস, শুভাশিষ সরকার, অতুল দাস-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভা থেকে দাবি ওঠে অবিলম্বে বিদ্যালয় খুলে পঠন-পাঠন শুরু করতে হবে। স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, মিড-ডে-মিল-এর বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

সুবীর ব্যানার্জির জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৭ জানুয়ারি : সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির সিপিআই (এম) নেতা সুবীর ব্যানার্জির (৫৬) জীবনাবসান হয়। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আলমগীর মণ্ডল, সুরেন হেমব্রম, এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ প্রয়াতের গলিগ্রাম বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। সুবীর ব্যানার্জী ৮-এর দশকের ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম)-এ আসেন। ৯১ সালে পার্টি সদস্যপদ অর্জন করেন। তিনি কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে খুবই সক্রিয় ছিলেন। একসময় তিনি আউসগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং উক্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেছিলেন। তিনি গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটি এলাকার একজন সক্রিয় সদস্য এবং জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

পদ্মশ্রী পেলেন সুজিত চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০২১ সালে পদ্মশ্রী পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার শিক্ষক সুজিত চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য তাঁর এই সম্মাননা। আউশগ্রামের রামনগরে দীর্ঘদিন ধরে 'সদাই ফকিরের পাঠশালা' চালান সুজিতবাবু। প্রায় ৩০০ পড়ুয়া পড়ে এই পাঠশালায়। গুরুদক্ষিণা বছরে ২ টাকা। সঙ্গে চারটি চকোলেট। রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন এই শিক্ষক ৪০ বছর শিক্ষকতার পর অবসর নেন। অবসরের পর থেকেই গ্রামের গরিব দুঃস্থ পরিবারের পড়ুয়াদের পড়ান। তাঁর পাঠশালার ৮০ শতাংশই ছাত্রী।

রেল হকারদের স্মারকলিপি

—প্রথম পাতার পর

প্রকৃত বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া রেল হকারদের কোনভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। অন্যদিকে রেল স্টেশনের বাইরে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন—আয়োজক সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সঞ্জিত মুখার্জি, অভিজিৎ ব্যানার্জি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পাঁচু মহন্ত। দাবিগুলোর সপক্ষে বলতে গিয়ে বক্তারা বলেন—করোনা আবহে ট্রেন চলাচল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় রেল হকার ভাইদের বাড়িতে নিয়মিত উনুন জ্বলেনি। খুব সম্প্রতিকালে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। ট্রেনে রেল হকাররা উঠলেই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ তাদের উপর অত্যাচার, হয়রানি, জরিমানা করছে। ৫০ হাজারেরও বেশি রেল হকার আজ এই অত্যাচারের শিকার। কোনভাবেই এসব করা যাবে না। কারণ সমস্ত রেল হকারকে লাইসেন্স প্রদানের ন্যায্য দাবি দীর্ঘদিনের। এদিন এই অনুষ্ঠান থেকেই কোভিডে মৃত্যু হওয়া রেল হকার সিদ্ধেশ্বর সূত্রধরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে কুড়ি জন শ্রমজীবী পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সরঞ্জাম বিলি করা হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচার

—প্রথম পাতার পর

এদিন নিমদহ নীহার মার্কেটে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন—বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, নয়ন দাস, ঝুমা দত্ত, অনুপ ঘোষ, বিনকাসিম শেখ প্রমুখ।

গান্ধীজীর মৃত্যুদিনে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় পথে নেমে কর্মসূচি পালন করছে বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি।

রূপনারায়ণ কবিতা উৎসব-২১

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'শব্দপথ' পত্রিকার ২৫তম বছরের সূচনা পর্বে শব্দপথ পত্রিকা গোষ্ঠীর আয়োজনে 'রূপনারায়ণ কবিতা উৎসব-২১' অনুষ্ঠিত হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শুভ জন্মদিনে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সদর শহর তমলুকের রূপনারায়ণ নদের তীরে। এদিন সকাল নটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার কবিদের উপস্থিতিতে তমলুকের রূপনারায়ণ নদের তীর হয়ে উঠেছিল কবিতার বর্ণময় দিগন্ত। নদীর জলে 'শব্দপথ' নামাঙ্কিত নৌকা ভাসিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কবি অরবিন্দ সরকার। 'শব্দপথ' পত্রিকার উৎসব ২৪২৭ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন কবি অজিত বাইরী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কাকলি দত্ত। প্রারম্ভিক কথা বলেন পত্রিকার সম্পাদক কবি প্রদীপ্ত খাটুয়া। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন শতাধিক কবি। 'কবি শম্ভু রক্ষিত মঞ্চে' শম্ভু রক্ষিত স্মারক বক্তৃতা দেন কবি ও প্রাবন্ধিক ড. নিতাই জানা। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন কবি পার্থজিৎ চন্দ্র। কবি-অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ও সামগ্রিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন তরুণ কবি সৌমাভ। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন কবি দেবব্রত দত্ত।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীনীতি

—তিনের পাতার পর

রিসার্চ তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। আশা করা যায় আগামীদিনে এগুলিকেই উচ্চতর শিক্ষা-গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। বর্তমান গবেষণাকেন্দ্রগুলিকে গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু নতুন গবেষণাকেন্দ্র শুরু করার ভাবনা নেই। দেশের বাইরে কর্মরত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের ফিরিয়ে আনার উচ্চাভিলাষ আছে, আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেধা অনুসন্ধানের উজ্জ্বল ভাবনাও আছে। কিন্তু কোন সর্বব্যাপী নীতিতে এটা সম্ভব তার কোনো দিশা এই নীতিতে নেই। থলির বেড়াল বেরিয়ে আসে যখন বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার বিষয়ে আমরা ঢুকি। আগেই বলা হয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণায় বেসরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহুজাতিক সংস্থার সাথে সমন্বিত যোগসূত্র রক্ষা করা এক জিনিস আর সেখানে অর্থ বিনিয়োগ অন্য বিষয়। একটি অভিনব বিষয় হল স্ট্র্যাটেজিক টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, বা প্রকৌশলগত প্রযুক্তি তহবিল। কৌশলের বিষয়তো বটেই, না হলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হবে কেন? আসলে পরমানু গবেষণা বিভাগ, মহাকাশ গবেষণা বিভাগ ও প্রতিরক্ষা গবেষণা বিভাগগুলিতে বর্তমান সরকার বেসরকারী অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করতে চাইছে। সে কারণেই অনেক ভাল ভাল অথচ স্ববিরোধী প্রস্তাবের মাঝে গূঢ় ইচ্ছাটি লুকিয়ে আছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে, প্রয়োজনে সরকারী অর্থ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হবে। অথচ আজকের দিনের জ্বলন্ত সমস্যা, সে মহামারী বলুন বা জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন কিংবা শক্তি সমস্যা, এই সমস্ত বিষয়ে নয়া নীতি নীরব। আসলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিটি ক্ষেত্রকে জনমুখী কার্যক্রমের নামে ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে। আমাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ তাই অত্যন্ত জরুরী।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯১৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। ২. ১৯৩৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। ৩. ১৭৮২ সালের ২৭ জানুয়ারি, শহিদ হন ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর। ৪. ১৮৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি, জুতা না পরে চটি পরে গিয়েছিলেন তাই। ৫. জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা, জন্ম ২৮.১.১৯০০, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৯। ৬. হীরালাল জে কানিয়া, ১৯৫০ সালের ২৮ জানুয়ারি। ৭. ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি। ৮. ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি, বাংলার গভর্নর কারমাইকেল। ৯. ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি, পট্টভি সীতারামাইয়াকে ২০৩ ভোটে। ১১. জাতীয় শহিদ দিবস এবং বিশ্ব কুষ্ঠ দূরীকরণ দিবস। ১২. ১৯৬৩ সালের ৩১ জানুয়ারি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

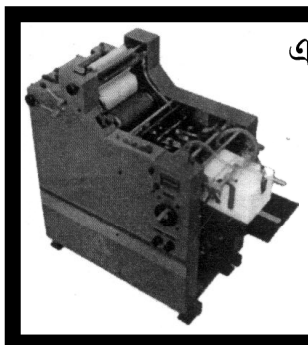

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা